অপ্রারব্ধ ফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্।
ক্রমেণৈব বিলীয়ন্তে বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্॥

যে কর্ম্মের ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই, এবম্ভুত পাপ এবং কূট অর্থাৎ পাপ করিবার সংস্কার এবং বীজ (বাসনা) ও ফলোন্মুখ পাপ বিষ্ণুভক্তিতে নিষ্ঠাপ্রাপ্তজনের ক্রমে বিলয় হইয়া থাকে। এস্থানে অপ্রারব্ধ ফল বলিতে বক্ষ্যমাণ পাপরাশি হইতে ভিন্ন পাপ। কূট শব্দের অর্থ বীজত্বের উন্মুখ অবস্থা। বীজশব্দের অর্থ প্রারব্ধ উন্মুখ অবস্থা। ফলোন্মুখ শব্দের অর্থ প্রারব্ধ অবস্থা। "তৈস্তান্যযানিপূয়ন্তে"—এই শ্লোকটি বিষ্ণুদূতগণ যমদূতগণকে কহিয়াছিলেন॥ ১২৯॥

অবিদ্যাহরত্বমাহ—ত্ব প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত আনন্দমাত্র উপপন্ন-সমস্তশক্তৌ। ভক্তিং বিধায়পরমাং শনকৈ বিদ্যাগ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্॥ ১৩০॥

তথা চ পাদ্মে—কৃতানুযাত্রাবিদ্যাভির্হরিভক্তিরনুত্তমা। অবিদ্যাং নির্দ্দহত্যাশু দাবজ্বালেব পন্নগীমিতি॥ ৪॥ ১১॥ শ্রীমনুর্ধ্রুবম্॥ ১৩০॥

সর্ব্বপ্রীণনহেতুত্বমুক্তং যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন ইত্যাদি। তথাহ—

সুরুচিস্তং সমুত্থাপ্য পাদাবনতমর্ভকম্।
পরিষ্বজ্যাহ জীবেতি বাষ্পগদ্গদয়া গিরা॥
যস্য প্রসন্নো ভগবান্ গুণৈর্মৈত্র্যাদিভির্হরিঃ।
তস্মৈনমন্তি ভূতানি নিম্নমাপ ইবস্বয়ম্॥ ১৩১॥

সুরুচিনিজবিদ্বেষিণী মাতুঃ সপত্ন্যপি। তং ভগবদারাধনতঃ আগতং শ্রীধ্রুবম্। যথা পাদ্মে—যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানিজগন্ত্যপি।
রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপীতি॥ ৪॥ ৯॥ শ্রীমৈত্রেয়ঃ॥ ১৩১॥

শ্রীমনু শ্রীভগবদ্ভক্তির অবিদ্যা বিনাশ করিবার ক্ষমতা বলিয়াছেন—পাঁচবৎসর বয়সের সময়েই তুমি অনন্তস্বরূপ, বিশুদ্ধ আনন্দমূর্ত্তি, সর্ব্ব-শক্তিযুক্ত, পরমাত্মা, ভগবানে পরমাভক্তি লাভ করিয়া ক্রমশঃ "আমি ও আমার" এইভাবে নিবদ্ধ অবিদ্যাগ্রন্থি ভেদ করিতে সমর্থ হইবে॥ ১৩০॥ পদ্মপুরাণেও সেইরূপ উক্তিই দেখিতে পাওয়া যায়। স্বায়ম্ভুবমনু শ্রীধ্রুবকে বলিয়াছিলেন—হে বৎস! যখন উত্তমাভক্তি ভক্ত হৃদয়ে শুভাগমন করেন, তখন বিদ্যা প্রভৃতি শুভবৃত্তিগণও তাঁহার পিছনে পিছনে অনুগমন করিয়া থাকে। সেই উত্তমাভক্তি দাবানল যেমন সর্পিণীকে ভস্মসাৎ করে, তেমনিভাবে অবিদ্যাকে নিঃশেষরূপে দহন করিয়া থাকেন। এই দুইটি প্রমাণে ভগবদ্ভক্তির অবিদ্যা বিনাশ করিবার ক্ষমতা বলা হইল। ৪॥১১॥১৩০॥

শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করিলে সকলেই যে সন্তুষ্টি লাভ করিয়া থাকেন,